কালের কণ্ঠ

তারিখ 25 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

ঈশ্বরগঞ্জে জালিয়াত মাদ্রাসা সুপার!

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ▷

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে এক মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে নতুন সভাপতি নির্বাচন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে জালিয়াতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই মাদ্রাসা সুপার।

উপজেলার ফানুর আশরাফুল উলুম বহুমুখী দাখিল মাদ্রাসার সুপার জমির উদ্দিন খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ওই মাদ্রাসার সভাপতিকে অসুস্থ দেখিয়ে সই জাল করে পদত্যাগ দাখিল করেন। পরে পদটি শূন্য দেখিয়ে প্রায় এক বছর আগে অন্যত্র বদলি হওয়া এক সরকারি কর্মকর্তার সহায়তায় পছন্দের ব্যক্তিকে মাদ্রাসার সভাপতি নির্বাচন করেন। এ ঘটনায় আগের সভাপতি ওই মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে সাত লাখ টাকার প্রতারণার মামলা করেছেন।

সদ্য সভাপতির পদ হারানো মো. জিয়াউল ইসলাম জালিয়াতির এ ঘটনা তদন্ত করে মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে গত রবিবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। ইউএনও ঘটনা তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ছফিউল্লা সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ছফিউল্লা সরকার বলেন, তিনি মাদ্রাসা সুপারকে আগামী ২৭ ডিসেম্বর তদন্ত কমিটির সামনে হাজির থাকতে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু জমির উদ্দিন খান পাল্টা চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে সাবেক সভাপতি জিয়াউল ইসলাম যে মামলা করেছেন তা প্রত্যাহার না করা বা আদালত থেকে জামিন না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হতে পারবেন না।

জিয়াউল ইসলাম বলেন, তিনি কোনো সময় অসুস্থ ছিলেন না। এ ধরনের উদ্ভট কারণ দেখিয়ে পদত্যাগও করেননি। সভাপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক হিসাব-নিকাশ দেখতে চাইলে মাদ্রাসা সুপার জমির উদ্দিন খান জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে তাঁকে পদত্যাগ দেখিয়েছেন।

কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় নতুন সভাপতি নির্বাচন দেখানো হয়েছে। নথি অনুযায়ী ওই সভায় প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গত বছরের ৩০ জুন ঈশ্বরগঞ্জ থেকে অন্যত্র বদলি হওয়া একাডেমি সুপারভাইজার মো. আশিকুর রহমান জুয়েল। বর্তমানে ঢাকার নবাবগঞ্জে কর্মরত ওই কর্মকর্তা কিভাবে ঈশ্বরগঞ্জের একটি মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করলেন, তা শুনে অনেকেই বিস্মিত।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে, একাডেমি সুপারভাইজার আশিকুর রহমান জুয়েল বলেন, চাকরিবিধি অনুযায়ী একজন একাডেমি সুপারভাইজার দেশের যেকোনো স্থানে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আর সভাপতি নির্বাচিত করার স্থান দেখানো হয়েছে ঈশ্বরগঞ্জে। এ ব্যাপারে আশিকুর রহমান জুয়েল বলেন, 'আমি ওইখানে (ঈশ্বরগঞ্জ) যাইনি। তিনি (সুপার) ঢাকায় এসেছিলেন।'

এদিকে মাদ্রাসার সুপার জমির উদ্দিন তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, মাদ্রাসার একজন প্রধান এভাবে সভাপতির সই জাল করে পদত্যাগ করাতে পারেন না। ওই সভাপতি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। এখন তাঁকে ফাঁসাতে মিথ্যা বলছেন।